দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 26 MAR 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

10

পরীক্ষায় নকলঃ সামাজিক অবস্থাই দায়ীঃ কাজী জাফর

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন রোধের জন্য শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসকদের একযোগে চেষ্টা চালাতে হবে। শনিবার ঢাকার এক সেমিনারে একথা বলা হয়। খবর বাসস ও ইউএনবি'র।

"পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকল রোধ" শীর্ষক এই সেমিনারে বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদেরকে জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিত করা। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে কেবল সার্টিফিকেট অর্জনই লেখাপড়ার উদ্দেশ্য নয়।

প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও উপপ্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন।

(শেষ পঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় নকল

(১-এর পৃঃ পর)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত এই সেমিনারে ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল এ কে এম শহীদুল্লাহ ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হোসেন বক্তৃতা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক শামসুল হক এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, সমাজ গঠনে ও দেশের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণে ছাত্রদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, পরীক্ষার হলের বর্তমান অবস্থার জন্য কোন নির্দিষ্ট পেশার লোকদের দায়ী করা ঠিক নয়, এজন্য আমরা সকলেই দায়ী।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষা বোর্ডের অফিসার ও কর্মচারীরা দায়ী। এই দুর্নীতির সঙ্গে শতকরা পাঁচ ভাগ শিক্ষক জড়িত।

তিনি বলেন, নকল রোধের জন্য বার্ষিক পরীক্ষার বদলে মাসিক পরীক্ষার মত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সরকার পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা করছেন।

সেমিনার উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় নকল কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয় বর্তমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

অধ্যাপক শামসুল হক তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর ৭২-৭৩ সালে নকল প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় ও ৭৪ সাল থেকে তা কমতে থাকে। এই প্রবণতা আশির দশকে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।